দৈনিক ইত্তেফাক

25

তারিখ ... 09 MAY [illegible]
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

দ্বীপাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা

ভোলা-পটুয়াখালীর উপকূল এলাকা এখনও দুর্গম। কোন মৌসুমেই যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত নয়। বর্ষা মৌসুমে অনেক এলাকায় নৌকা ব্যতীত যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। উত্তাল নদীতে কোন ধরনের লঞ্চই পাড়ি ধরতে সাহস পায় না। একমাত্র ভরসা দেশী নৌকা ও মাঝি।

উপকূল এলাকার অনেক ইউনিয়নই দ্বীপকেন্দ্রিক। একাধিক দ্বীপ নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত। এই দ্বীপগুলির মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন গড়ে উঠেনি। বর্ষা মৌসুমে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ।

এই বিচ্ছিন্নতার স্বাভাবিক প্রভাব পড়েছে দ্বীপাঞ্চলের জনজীবনে। জরুরী কোন কাজ না থাকলে দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীরা জেলা সদর বা থানা সদরেও যায় না। আবার এই বিচ্ছিন্নতার জন্য এসকল দ্বীপের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। থানা কর্তৃপক্ষের এমন কোন যানবাহন নেই যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে কোথাও পৌছাতে পারে।

তবে এই বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। শিক্ষা বিভাগের একটি জরিপে বলা হয়েছে, উপকূল এলাকার লাখ খানেক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। কারণ প্রতিটি দ্বীপে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আবার এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে শিশুদের যাতায়াত অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ থাকলেও এই শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা যাচ্ছে না। আর এই অবস্থার জন্য এই এলাকার একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী শৈশবেই জীবিকান্বেষণে জড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকায় গলদা এবং বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ লাভজনক পেশা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী একটি শিশু চিংড়ি সংগ্রহ করলে দিনে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা আয় করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার তার কাছে আদৌ কোন আকর্ষণ নেই।

সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, ভিন্ন ব্যবস্থা নিলে হয়তবা পরিস্থিতির উন্নতি হত। লক্ষ্য করা গেছে, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী বলে এই এলাকায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীও তেমন কাজে আসছে না। শুধুমাত্র গম নেয়ার জন্য এই এলাকার ছাত্ররা কোন একদিন নদী পাড়ি দিয়ে হয়ত বিদ্যালয়ে যায়। তাই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে সম্ভব হলে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিকে ইউনিট ধরে এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা গেলেও হয়ত এ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়।